

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসকের কার্যালয়
৪, নিউ ইন্সটান রোড, ঢাকা-১০০০
WWW.Waqf.gov.bd.

স্মারক নং-১৬.০২.০০০০.০৩৮.৩২.০০০.২৬/

তারিখ: ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

- বিষয়: হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলাধীন শুকুর মাহমুদ ওয়াক্ফ এস্টেট (ই. সি. নং-১৩৪২৮) এর মোতাওয়াল্লী অপসারণ ও মোতাওয়াল্লী নিয়োগ বিষয়ে শুনানির আদেশ প্রসঙ্গে।
- সূত্র: ১। জনাব মোঃ কাজল মিয়া চৌধুরী কর্তৃক দাখিলকৃত গত ২১.০৪.২০১৬ তারিখের মোতাওয়াল্লী অপসারণ/নিয়োগ সংক্রান্ত আবেদন।
২। স্থানীয় ওয়াক্ফ পরিদর্শক, হবিগঞ্জ কর্তৃক দাখিলকৃত গত ২৮.১২.২০১৬ ও ১৯.০৪.২০১৮ খ্রি: তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন।
৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ এর গত ২৬.০১.২০২১ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন।
৪। শুনানীকালে পক্ষগণের লিখিত জবাব।

আদেশ

০৯.০৪.২০২৬ অদ্য আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। বিবেচ্য বিষয় হলো ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ এর ৩২(১) ধারামতে জনাব মোঃ নসিবুর রহমান চৌধুরীকে মোতাওয়াল্লী পদ হতে অপসারণ করে তদস্থলে আবেদনকারী মোঃ কাজল মিয়া চৌধুরী মোতাওয়াল্লী নিয়োগ প্রসঙ্গে।

হবিগঞ্জ জেলা আজমিরীগঞ্জ উপজেলাধীন শুকুর মাহমুদ ওয়াক্ফ এস্টেটের মোতাওয়াল্লী জনাব মোঃ নসিবুর রহমান চৌধুরীকে অপসারণ করে তদস্থলে আবেদনকারী জনাব মোঃ কাজল মিয়া চৌধুরীকে মোতাওয়াল্লী নিয়োগের জন্য বিগত ২১.০৮.২০১৬ তারিখে আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য বিগত ২০.০৯.২০১৬ তারিখে স্থানীয় ওয়াক্ফ পরিদর্শককে নির্দেশ দেয়া হলে স্থানীয় পরিদর্শক গত ২৮.১২.২০১৬ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। জনাব মোঃ কাজল মিয়া চৌধুরীর আবেদন এবং তদন্ত প্রতিবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হলে প্রশাসক মহোদয় গত ০৭.০৬.২০১৮ তারিখে উপ প্রশাসককে শুনানী অন্তে নিষ্পত্তি করার জন্য আদেশ প্রদান করেন। সেমতে ১০.০৭.২০১৮ তারিখ শুনানীর দিন ধার্যক্রমে পক্ষগণকে নোটিশের মাধ্যমে জ্ঞাত করা হয়। পরবর্তীতে একাধিক বার পক্ষগণের শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে বাদী ও বিবাদীপক্ষের বক্তব্য শ্রবনান্তে আদেশের জন্য দিন ধার্য করা হয়।

ওয়াক্ফ দলিলে মোতাওয়াল্লী নিয়োগের শর্ত:- “অত্র ওয়াক্ফ সম্পত্তির বর্তমান মোতাওয়াল্লী ১ম ওয়াক্ফ দাতার পুত্র শ্রীমান কালাই মিয়া থাকিবেন। তারপর ২য় ওয়াক্ফ দাতার পুত্র শ্রীমান মৌলভী মিয়া ওরফে মনাই মিয়া নিযুক্ত হইবেন। তার অবর্তমানে আমাদের ওয়ারীশগণের মধ্যে যোগ্যতা হিসাবে অধিকাংশের মতে মোতাওয়াল্লী হইবেন। এই বিধান অনুযায়ী পুরুষানুক্রমে মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত হইবেন”।

নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, ওয়াক্ফের পুত্র জনাব মহম্মদ কালাই মিয়া চৌধুরী এর আবেদনের প্রেক্ষিতে এস্টেটটি তালিকাভুক্তক্রমে তাকে গত ১২/০৮/১৯৫৯ তারিখে মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয়। নিয়োজিত মোতাওয়াল্লী ইত্তেকাল করিলে তদস্থলে জনাব মোঃ নজির চৌধুরী, পিতা-মৃত নওসা মিয়া চৌধুরীকে গত ২৮.১১.১৯৮৫ তারিখে মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয়। জনাব মোঃ নজির চৌধুরীর মৃত্যুর পর বর্তমান মোতাওয়াল্লী জনাব মোঃ নসীবুর রহমান, পিতা-মৃত মোঃ নজির মিয়া চৌধুরীকে গত ২৭.০৬.২০১৬ তারিখে মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয়।

ওয়াক্ফ দলিলের বিধান মতে জনাব মোঃ নসীবুর রহমান চৌধুরীর মোতাওয়াল্লী নিয়োগের সুযোগ না থাকায় তাকে মোতাওয়াল্লী পদ হতে অপসারণ করে ওয়াক্ফ দলিলের বিধান মতে অধিকাংশ ওয়ারিশের সমর্থনের আলোকে জনাব মোঃ কাজল মিয়া চৌধুরীকে মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করার জন্য ওয়াক্ফের ৩৫জন ওয়ারিশের স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ তিনজন ওয়াক্ফের অধিকাংশ ওয়ারিশ তথা তদন্তকালে উপস্থিত ৫৩ জন ওয়ারিশ তিন শত টাকার স্ট্যাম্পের মাধ্যমে জনাব মোঃ কাজল মিয়া চৌধুরীকে মোতাওয়াল্লী নিয়োগের সুপারিশ করেছেন। দীর্ঘ দিন শুনানী চলাকালে মোতাওয়াল্লী জনাব মোঃ নসিবুর রহমান চৌধুরী কর্তৃক তদন্ত প্রতিবেদনের ওপর আপত্তির প্রেক্ষিতে পুনরায় গত ১৯.০৪.২০১৮ তারিখে মোতাওয়াল্লী নিয়োগের বিষয়টি তদন্ত করা হয়।

তদন্ত প্রতিবেদনে পূর্বের তদন্ত প্রতিবেদনের ন্যায় জনাব নসিবুর রহমানকে মোতাওয়ালী পদ হতে অব্যাহতি দিয়ে আবেদনকারী জনাব মোঃ কাজল মিয়া চৌধুরীকে মোতাওয়ালী নিয়োগের জন্য ওয়ারিশগণ সুপারিশ করায় উক্ত সুপারিশের আলোকে জনাব মোঃ কাজল মিয়া চৌধুরীকে মোতাওয়ালী নিয়োগের জন্য স্থানীয় পরিদর্শক সুপারিশ করেন। শুনানী চলাকালে মোতাওয়ালী পুনরায় উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের ওপর পুনঃ আপত্তি দাখিল করায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জকে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য অনুরোধ করা হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষয়টি তদন্ত করে গত ২৬.০১.২০২১ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, জনাব মোঃ নসিবুর রহমান চৌধুরীর মোতাওয়ালী নিয়োগের বিষয়টি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি এবং মোতাওয়ালী এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেছেন না এবং শুকুর মাহমুদ ওয়াক্ফ এস্টেট পরিচালনায় তার অদক্ষতা, অস্বচ্ছলতা এবং দায়িত্বহীনতার অভিযোগ রয়েছে এবং ৩(তিন) জন ওয়াক্ফের মধ্যে ২(দুই)জন ওয়াক্ফের সকল ওয়ারিশান এবং ১(এক) ওয়াক্ফের ১জন ওয়ারিশান জনাব মোঃ কাজল মিয়া চৌধুরীকে মোতাওয়ালী নিয়োগের জন্য তদন্তকালে সমর্থন করেছেন বিধায় জনাব মোঃ কাজল মিয়া চৌধুরীকে মোতাওয়ালী নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করার সুপারিশ করেন।

মোতাওয়ালী মোঃ নসিবুর রহমান কর্তৃক অবৈধভাবে হস্তান্তরিত/বিক্রিত সম্পত্তির তফসিল

জেলা	উপজেলা	মৌজা	জেএল নং	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ	
হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ	পাগলশীবাদে	৫৩	আরএস-৪৪৫	আরএস-৪২৭	ওয়াক্ফ এস্টেটের নামে রেকর্ডীয় ০.৮৪ একর হতে বিক্রিত ০.৪২ একর	বিক্রিত দলিল নং ৭১৫, তাং- ১৬.০৯.২০১৩

মোট বিক্রিত জমির পরিমাণ-০.৪২ একর

পর্যালোচনা: জনাব মোঃ কাজল মিয়া চৌধুরী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন, ৩টি তদন্ত প্রতিবেদন, বাদী ও বিবাদীপক্ষের জবাব, ওয়াক্ফ দলিল ও নথিতে রক্ষিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি পরীক্ষা ও পর্যালোচনা করা হলো। ওয়াক্ফ দলিলে মোতাওয়ালী নিয়োগের শর্তে উল্লেখিত ব্যক্তিগণের অবর্তমানে পরবর্তী ওয়ারিশগণের মধ্যে যোগ্যতা হিসাবে এবং অধিকাংশ ওয়ারিশানের মতামতের ভিত্তিতে মোতাওয়ালী নিযুক্তির বিধান থাকায় আবেদনকারী জনাব মোঃ কাজল মিয়া চৌধুরী এস্টেটের একজন হিতৈষী ব্যক্তি হিসেবে অধিকাংশ ওয়ারিশ তাকে মোতাওয়ালী নিয়োগের সুপারিশ করায় তিনি মোতাওয়ালীর যোগ্য ওয়ারিশ মর্মে প্রতিয়মান হয়। অপরদিকে বর্তমান মোতাওয়ালী জনাব মোঃ নসিবুর রহমান চৌধুরী অত্র এস্টেটের পাগলশীবাদে মৌজার জেএল নং ৫৩, আরএস খতিয়ান নং- ৪৪৫, দাগ নং আরএস-৪২৭ এর এস্টেটের নামে রেকর্ডীয় ০.৮৪ একর সম্পত্তি হতে ৭১৫ নং সাব-কবলা দলিল মূলে ১৬.০৯.২০১৩ তারিখে ০.৪২ একর জমি বিক্রয় করেন। যা ৩২(১) ধারামতে আমলযোগ্য অপরাধ। তাছাড়া মোতাওয়ালীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ স্থানীয় তদন্তে এবং শুনানীকালে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং অবৈধভাবে ওয়াক্ফ সম্পত্তি হস্তান্তর করায় এবং অধিকাংশ ওয়ারিশ স্ট্যাম্প এর মাধ্যমে তাকে মোতাওয়ালী পদ হতে অপসারণের অনুরোধ করায় এবং এস্টেট পরিচালনায় বিশ্বাস ভঙ্গা, অদক্ষতা, অস্বচ্ছলতা এবং দায়িত্বহীনতার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৩২(১) ধারামতে আমলযোগ্য অপরাধ করেছেন মর্মে প্রতিয়মান হয়।

ওয়াক্ফ এস্টেটের নামীয় আরএস-৪৪৫ খতিয়ানে রেকর্ডকৃত ওয়াক্ফ সম্পত্তির তফসিল

জেলা	উপজেলা	মৌজা	জেএল নং	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ
হবিগঞ্জ	আজমিরীগঞ্জ	পাগলশীবাদে	৫৩	আরএস-৪৪৫	আরএস-৪২৭	০.৮৪ একর
"	"	"	"	আরএস-৪৪৫	আরএস-৭৪২	০.২৮ একর
"	"	"	"	আরএস-৪৪৫	আরএস-৭৫১	০.৭৯ একর
"	"	"	"	আরএস-৪৪৫	আরএস-৭৫৫	০.৩১ একর
"	"	"	"	আরএস-৪৪৫	আরএস-৭৬৮	০.২০ একর

মোট-২.৪২ একর

প্রস্তাব:- মোতাওয়ালী জনাব মোঃ নসিবুর রহমান চৌধুরীর বিরুদ্ধে বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত অভিযোগ সমূহ স্থানীয় তদা এবং শুনানীকালে তথ্য প্রমাণদ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ এর ৩২(১) ধারামতে মোতাওয়ালী পদ হা অপসারণ করা যেতে পারে। একই সাথে জনাব মোঃ কাজল মিয়া চৌধুরীকে ওয়াক্ফের অধিকাংশ ওয়ারিশ সমর্থন করায় এবং

এস্টেটের একজন হিতৈষী ব্যক্তি হিসেবে এবং বেদখলীয় ওয়াক্ফ সম্পত্তি উদ্ধারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনাসহ ওয়াক্ফ অধ্যাদেশের ৪৪ ধারামতে নিম্নবর্ণিত শর্তে আগামী ৩(তিন) বছরের জন্য অফিসিয়াল মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা যেতে পারে।

-শর্তসমূহঃ-

- ০১। প্রতিবছর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে হবে।
- ০২। ধার্যকৃত ওয়াক্ফ চাঁদা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।
- ০৩। ওয়াক্ফ সম্পত্তির স্বত্ব-সামিত্ত্ব (Record of Rights) বজায় রাখতে হবে।
- ০৪। ওয়াক্ফ সম্পত্তি কোন অবস্থাতেই বেহাত বা বেদখল না হয় তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
- ০৫। ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ এর বিধি বিধান মেনে চলতে হবে। অধ্যাদেশের বিধি বিধান পরিপন্থী কাজ করলে মোতাওয়াল্লী দায়ী থাকবেন।
- ০৬। এস্টেটের নামে ব্যাংক হিসাব খুলে দৈনন্দিন লেনদেন করতে হবে।
- ০৭। এস্টেটের বিচারাধীন মামলাসমূহ (যদি থাকে) যথাযথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। মামলার অর্জিত ফলাফল সময় সময় অফিসকে অবহিত করতে হবে।
- ০৮। প্রয়োজন মোতাবেক এস্টেটের স্বার্থ সংরক্ষণ ও এস্টেট পরিচালনায় এ কার্যালয়ের পরামর্শ ও সহযোগীতা গ্রহণ করতে হবে।
- ০৯। এস্টেটের যে কোন বিষয়ে কোন তথ্য গোপন করা হলে এবং তা পরবর্তীতে প্রকাশ পেলে তাৎক্ষণিক মোতাওয়াল্লীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

স্বাক্ষরিত/-

০৯/০৪/২০২৬

মোঃ আকবর হোসেন

(উপসচিব)

উপ প্রশাসক

স্বাক্ষরিত/-

১২.০৪.২০২৬

মোঃ শাহীন হোসেন

(যুগ্মসচিব)

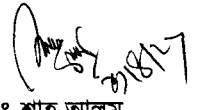
ওয়াক্ফ প্রশাসক, বাংলাদেশ

অনুলিপি: জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে-

স্মারক নং-১৬.০২.০০০০.০৩৮.৩২.০০০.২৬/ ৫৫-৪ (৬)

তারিখ: ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
০৬/০৪/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

- ১। জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, জেলা ওয়াক্ফ উন্নয়ন কমিটি, জেলা-হবিগঞ্জ।
- ২। ওয়াক্ফ প্রশাসকের ব্যক্তিগত সহকারী (ওয়াক্ফ প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
- ৩। জনাব মোঃ নসিবর রহমান চৌধুরী (অপসারিত মোতাওয়াল্লী), পিতা-মৃত নজির মিয়া চৌধুরী, সাং-যশকেশরী, পোঃ-শিবপাশা, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ। শুনানীকালে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তথ্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উপরোক্ত আদেশ মোতাবেক ওয়াক্ফ অধ্যাদেশ ১৯৬২ এর ৩২(১) ধারার বিধান মতে তাকে মোতাওয়াল্লী পদ হতে অপসারণ করা হয়েছে বিধায় নিয়োজিত অফিসিয়াল মোতাওয়াল্লী জনাব মোঃ কাজল মিয়া চৌধুরী বরাবর এস্টেটের সমুদয় দায়িত্বভার আগামী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে বুঝিয়ে দিয়ে এ কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।
- ৪। জনাব মোঃ কাজল মিয়া চৌধুরী, পিতা-মৃত সরাফ মিয়া চৌধুরী, অফিসিয়াল মোতাওয়াল্লী, সাং-যশকেশরী, পোঃ-শিবপাশা, উপজেলা-আজমিরীগঞ্জ, জেলা-হবিগঞ্জ। উপরোক্ত আদেশ মোতাবেক তাকে অফিসিয়াল মোতাওয়াল্লী নিয়োগ করা হয়েছে বিধায় অপসারিত মোতাওয়াল্লীর নিকট হতে এস্টেটের সমুদয় দায়িত্বভার আগামী ১৫(পনের) দিনের মধ্যে বুঝে নিয়ে এ কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। সোসাথে এস্টেটের নামীয় সকল সম্পত্তি এস্টেটের অনুকূলে রেকর্ড করার জন্যও বেদখল হওয়া সকল সম্পত্তি এস্টেট এর দখলে আনার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বলা হলো।
- ৫। ওয়াক্ফ পরিদর্শ, ওয়াক্ফ পরিদর্শকের কার্যালয়, কনকসুধা, ২৩৫, সবুজবাগ, সদর জেলা-মৌলভীবাজার/হবিগঞ্জ।
- ৬। আই.সি.টি শাখা, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।


মোঃ শাহ আলম
সহকারী প্রোগ্রামার
বাংলাদেশ ওয়াক্ফ প্রশাসন।